বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নাম্বার ৫৮, ১৯৮৩) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়ণকল্পে আনীত-

বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন), অতঃপর পঞ্চদশ সংশোধনী বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (Ratification and Confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকরিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেও উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহ ও উহাদের অধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ইত্যাদি প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ এবং বহাল ও অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত জনস্বার্থে, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা প্রদান আবশ্যক; এবং

যেহেতু দীর্ঘসময় পূর্বে জারিকৃত উক্ত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথানিয়মে নূতনভাবে আইন প্রনয়ন করা সময় সাপেক্ষ; এবং

যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশনে না থাকা অবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ২নং অধ্যাদেশ প্রনয়ন ও জারী করেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩ (২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল ষ্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নং- ৫৮, ১৯৮৩) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়ন সমিচীন ও প্রয়োজনীয় এবং আইনটি প্রণয়নে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।** - (১) এই আইন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে *'বিকেএসপি' (Bangladesh Institute of Sports)* আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) বোর্ড বলিতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে *'বিকেএসপি' (Bangladesh Institute of Sports)*-এর বোর্ড অব গভর্ণরসকে বুঝাইবে;

(খ) "মহাপরিচালক" বলিতে ধারা ৮ এর অধীন নিয়োগকৃত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে *'বিকেএসপি' (Bangladesh Institute of Sports)*-এর মহাপরিচালককে বুঝাইবে;

(গ) "প্রতিষ্ঠান" বলিতে ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে *'বিকেএসপি' (Bangladesh Institute of Sports)* বুঝাইবে;

(ঘ) "নির্ধারিত" বলিতে এই আইনের অধীন বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে।

৩। **প্রতিষ্ঠান স্থাপন।** - (১) *বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (অধ্যাদেশ নম্বর ৫৮, ১৯৮৩) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত* বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে *'বিকেএসপি' (Bangladesh Institute of Sports) এমনভাবে অভিহিত হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।*

(২) প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকিবে এবং উপর্যুক্ত নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **সাধারণ নির্দেশনা।** - (১) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানমালা সাপেক্ষে, প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ড অব গভর্ণরসের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং প্রতিষ্ঠান যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৫। **বোর্ড।** - নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) *যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন;*

(খ) *প্রতিমন্ত্রী, যদি থাকেন, যিনি উহার ভাইস চেয়ারম্যান-১ হইবেন;*

(গ) *উপ-মন্ত্রী যদি থাকেন, যিনি উহার ভাইস চেয়ারম্যান-২ হইবেন;*

(ঘ) *সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়;*

(ঙ) *সচিব, অর্থ বিভাগ;*

(চ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ;
(ছ) সচিব, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
(জ) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
(ঝ) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
(ঞ) সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;
(ট) উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়;
(ঠ) ক্যাডেট কলেজসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান;
(ড) চেয়ারম্যান, আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড;
(ঢ) মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন;
(ণ) সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;
(ত) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা;
(থ) ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব (০১জন পুরুষ ও ০১ জন মহিলা);
(দ) মহাপরিচালক, বিকেএসপি, যিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।

তবে, বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৬। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ।- প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী হইবে-

(ক) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক দেশের নির্ধারিত বয়স বা বয়সসীমার বালক/বালিকাদের মধ্য হইতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভা অন্বেষণ করা এবং স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সুযোগসহ ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান;
(খ) উন্নতমানের কোচ, রেফারী এবং আম্পায়ার তৈরীর উদ্দেশ্যে সম্ভাবনাময় কোচ, রেফারী এবং আম্পায়ারগণের প্রশিক্ষণ প্রদান,
(গ) কর্মরত কোচ, রেফারী ও আম্পায়ারগণের কলাকৌশলগত দক্ষতা উন্নয়নকল্পে সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা;
(ঘ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রাক্কালে সকল জাতীয় দলের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান;
(ঙ) খেলাধুলা সম্পর্কিত তথ্যকেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
(চ) বই, সাময়িকী, বুলেটিন এবং খেলাধূলা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করা; এবং
(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনা করিতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং ঐ সকল বিষয়াদির সহিত সংশ্লিষ্ট ও উদ্ভুত কার্যাবলী সম্পাদন করা;
(জ) বিভিন্ন দেশের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, প্রশিক্ষক/শিক্ষার্থী ও অভিজ্ঞতা বিনিময়;
(ঝ) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন;
(ঞ) ক্রীড়া উন্নয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

৭। বোর্ডের সভা ।- (১) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে, সময়ে ও প্রকারে অনুষ্ঠিত হইবেঃ

(২) বোর্ডের সভায় কোরাম গঠনের জন্য ন্যুনপক্ষে ১/৩ অংশ সদস্য উপস্থিত থাকিতে হইবে।